দৈনিক ইনকিলাব

NOV 16 2002

পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

বাংলাপিডিয়ার নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ পিডিয়া রাখা হতে পারে

মেহেদী হাসান পলাশ ॥ বাংলাপিডিয়ার নাম বদলে যেতে পারে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নাম সরকারীভাবে 'বাংলা' রাখায় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবার আশঙ্কায় বাংলাপিডিয়ার নাম 'বাংলাদেশ পিডিয়া' করার সক্রিয় চিন্তা-ভাবনা চলছে। এছাড়াও বাংলাপিডিয়া থেকে ইসলামিক ও রাজনৈতিক অংশের বিতর্কিত লেখাগুলো রিভিউ-এর জন্য গঠিত কমিটিগুলো তাদের কাজ খুব দ্রুতগতিতে শেষ করে আনছেন। ফলে আগামী বছরের শুরুতেই বাংলাপিডিয়া সংশোধিত আকারে প্রকাশ পাবে বলে সংশ্লিষ্ট সকলে আশা প্রকাশ করছেন।

সম্প্রতি বাংলাপিডিয়া প্রকল্পের প্রধান সম্পাদক বিশিষ্ট ইতিহাস বিজ্ঞানী প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম

১৫-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

বাংলা পিডিয়ার নাম বাংলাদেশ পিডিয়া রাখা হতে পারে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দৈনিক ইনকিলাবের এ প্রতিবেদকের সাথে আলোচনাকালে বলেন, ব্যাক্তিগতভাবে আমি এবং বাংলা পিডিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে দৈনিক ইনকিলাবের কাছে কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে বাংলা পিডিয়ার গঠনমূলক সমালোচনা এবং এর ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করে দৈনিক ইনকিলাবে ধারাবাহিকভাবে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তা আমাদেরকে এর অভ্যন্তরস্থ অনেক বিভ্রান্ত সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছে। জনাব সিরাজুল ইসলাম বলেন, ৮৬% মুসলিম জনগণের একটি দেশে প্রকাশিত জ্ঞান কোষে কুরবানীর ঈদকে কাউ ফেস্টিভ্যাল বলা হবে- এটা মেনে নেয়া যায় না। ইনকিলাব এমন আরো অসংখ্য বিতর্কিত বিষয় ধরিয়ে দেয়ার পর আমরা এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ থেকে বাংলা পিডিয়ার ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক অংশগুলো রিভিউ-এর জন্যে দুটি কমিটি গঠন করেছি। ধর্মীয় অংশের রিভিউ কমিটির চেয়ারম্যান হচ্ছেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও ইসলামী চিন্তাবিদ ডঃ শমসের আলী, এছাড়াও এ কমিটিতে অন্যান্যের মধ্যে রয়েছেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক সৈয়দ আশরাফ আলী, সাবেক বিচারপতি আবদুর রউফ, প্রফেসর আ ত ম মুসলেহ উদ্দিন, প্রফেসর আ ন ম আবদুল মান্নান খান, ইবি ভিসি ডঃ মুস্তাফিজুর রহমান, ডঃ মুজতবা হুসাইন, ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসার বর্তমান প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা মুনসুরুর রহমান এবং সাবেক পিন্সিপ্যাল মাওলানা সাদ উল্লাহ। রাজনৈতিক অংশ রিভিউ কমিটির চেয়ারম্যান হচ্ছেন এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর আবদুল মোমিন চৌধুরী। এছাড়াও এ কমিটিতে আরো রয়েছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর শিরিন আখতার, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. কামাল সিদ্দিকী, প্রফেসর মমতাজ উদ্দীন আহমদ এবং প্রফেসর কে এম মহসিন।

জনাব সিরাজুল ইসলাম বলেন, দুটি কমিটির সদস্যরাই অত্যন্ত দ্রুততার সাথে তাদের কাজ এ্যালফাবেটিক্যালী শেষ করে আনছেন এবং একই সাথে ছাপানোর কাজও চলছে। ফলে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারী মাসের কোন একদিনে বাংলা পিডিয়া প্রকাশ পাবে। মিনি বাংলা পিডিয়াতে শহীদ জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণাকে বিকৃত করা ও এম এ হান্নানের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রসঙ্গে

যে বিকৃত তথ্য দেয়া হয়েছিল সে প্রসঙ্গে জনাব সিরাজুল ইসলাম বলেন, একজন লেখক এ বিষয়টি লিখেছিল। আর আমাদের কারো এত বড় প্রকল্পে কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় ভুলক্রমে তা ছাপা হয়ে যায়। মূল কপিতে এ বিষয়টি থাকছে না। কোথায় হান্নান সাহেব স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন এর কোন দালিলিক প্রমাণ নেই। তিনি আরো বলেন, সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের নাম বাংলা রাখায় বাংলা পিডিয়ার নাম নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যদিও এর পুরোনাম ন্যাশনাল এনসাইক্লোপিডিয়া অব বাংলাদেশ। তারপরও কমিটির সদস্যরা বাংলা পিডিয়ার ডাকনামটি পরিবর্তন করা যায় কি-না চিন্তা-ভাবনা করছেন।